অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি

লেখক: অধ্যাপক ড. কাজী আ. মান্নান | প্রকাশতি: 26 July 2026, 01:42 AM | বভিাগ: উদ্যোক্তা উন্নয়ন



বর্তমান বশি্বে উচ্চশকি্ষার মান নরি্ধারণে গবষেণা একটি মৌলকি সূচকে পরণিত হয়ছে। বশি্ববদ্যিালয় কবেল জ্ঞান বতিরণরে প্রতষ্ঠিান নয়; বরং নতুন জ্ঞান সৃষ্টি, উদ্ভাবন এবং বশৈ্বকি জ্ঞানভা-ারে অবদান রাখার কন্দ্রে হসিবেওে ববিচেতি হয়। এই প্রক্ষোপটে আন্তর্জাতকি বশি্ববদ্যিালয় র‍্যাংকংিগুলো গবষেণার গুণগত মান ও প্রভাব মূল্যায়নরে জন্য বভিন্নি সূচক ব্যবহার করে থাকে। এর মধ্যে কউিএস (কোয়াকুরলেি সমিন্ডস)-এর বশি্ব বশি্ববদ্যিালয় র‍্যাংকংি বশিষেভাবে উল্লখেযোগ্য। কউিএস র‍্যাংকংিয়ে গবষেণার প্রভাব পরমিাপরে জন্য যে সূচকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমকিা পালন করে, তা হলো “অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি” (সাইটশেনস পার ফ্যাকাল্টি)।

একটি গবষেণা প্রবন্ধ কতবার অন্য গবষেক দ্বারা উদ্ধৃত হয়ছে, তা সাধারণত সইে গবষেণার প্রভাব,

গ্রহণযোগ্যতা এবং একাডেমিক গুরুত্বের নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়। আর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট উদ্ধৃতির সংখ্যা যখন তার শিক্ষক বা অনুষদ সদস্যের সংখ্যার সাথে তুলনা করে হিসাব করা হয়, তখন যে সূচকটি পাওয়া যায় তাকে অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি বা সাইটেশনস পার ফ্যাকাল্টি বলা হয়। এটি মূলত গবেষণার পরিমাণ নয়, বরং গবেষণার গুণগত মান, প্রভাব এবং আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতার প্রতিফলন।

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় গত এক দশকে গবেষণা প্রকাশনার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও আন্তর্জাতিক মানের উদ্ধৃতি অর্জনের ক্ষেত্রে এখনও উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারিত হলেও সেই গবেষণার বৈশ্বিক প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম। ফলে কিউএস র‍্যাংকিংয়ের এই গুরুত্বপূর্ণ সূচকে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনও পিছিয়ে রয়েছে। কিউএস বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিংয়ে অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি গবেষণা প্রভাব পরিমাপের অন্যতম প্রধান সূচক। সাধারণভাবে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও শিক্ষকদের প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ কতবার অন্যান্য গবেষক দ্বারা উদ্ধৃত হয়েছে, তার ভিত্তিতে এই সূচক নির্ধারণ করা হয়। তবে কিউএস কেবল মোট উদ্ধৃতির সংখ্যা বিবেচনা করে না; বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট অনুষদ সদস্যের সংখ্যার সাথে উদ্ধৃতির পরিমাণের একটি অনুপাত নির্ধারণ করে। ফলে বড় বিশ্ববিদ্যালয় এবং ছোট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তুলনামূলক ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয়।

উদ্ধৃতি মূলত এক ধরনের একাডেমিক স্বীকৃতি। যখন একজন গবেষক অন্য গবেষকের কাজ ব্যবহার করেন বা তাঁর গবেষণাকে তথ্যসূত্র হিসেবে উল্লেখ করেন, তখন সেটি একটি উদ্ধৃতি হিসেবে গণ্য হয়। একটি গবেষণা যত বেশি উদ্ধৃত হয়, তত বেশি বোঝা যায় যে সেটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এজন্যই গবেষণা জগতে উদ্ধৃতিকে গবেষণার প্রভাব-এর অন্যতম নির্ভরযোগ্য সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বিশ্বের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয় যেমন ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অব টেকনোলোজি, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি, এবং ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড উচ্চ “অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি” (সাইটেশনস পার ফ্যাকাল্টি) অর্জনের মাধ্যমে গবেষণার ক্ষেত্রে তাদের বৈশ্বিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করছে। এসব প্রতিষ্ঠানে শুধু অধিক সংখ্যক গবেষণা প্রকাশিত হয় না; বরং গবেষণাগুলো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ও উদ্ধৃত হয়। কিউএস-এর দৃষ্টিতে অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার গুণগত মান, আন্তর্জাতিক দৃশ্যমানতা, একাডেমিক প্রভাব এবং জ্ঞান উৎপাদনের সক্ষমতার প্রতিফলন। একটি বিশ্ববিদ্যালয় যদি উচ্চমানের গবেষণা প্রকাশ করতে পারে এবং সেই গবেষণা বৈশ্বিক গবেষণা সমাজে প্রভাব বিস্তার করে, তাহলে তার অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি সূচক উন্নত হয়। ফলে এই সূচক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সক্ষমতা মূল্যায়নের একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়।

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা খাতে গবেষণা কার্যক্রম গত এক দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কিছু শীর্ষ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তর্জাতিক জার্নালে গবেষণা প্রকাশের ক্ষেত্রে আগের তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয় হয়েছে। তবুও অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি সূচকে বাংলাদেশের সামগ্রিক অবস্থান এখনও সন্তোষজনক নয়।

বাংলাদেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার পরিমাণের তুলনায় গবেষণার আন্তর্জাতিক প্রভাব সীমিত। অনেক গবেষণা স্থানীয় বা আঞ্চলিক সমস্যার ওপর ভিত্তি করে হলেও তা আন্তর্জাতিক গবেষণা সম্প্রদায়ের কাছে পর্যাপ্তভাবে পৌঁছাতে পারে না। ফলে প্রকাশনা থাকলেও উদ্ধৃতির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম থাকে। গবেষণার মান, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, প্রকাশনার জার্নাল নির্বাচন এবং গবেষণার দৃশ্যমানতা এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং কিছু শীর্ষ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা প্রকাশনায় তুলনামূলকভাবে এগিয়ে থাকলেও অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা এখনও পাঠদানকেন্দ্রিক একাডেমিক কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ। অনেক

শিক্ষককে অতিরিক্ত ক্লাস ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে হওয়ায় গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায় না।

একইসাথে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা অবকাঠামো, গবেষণা অনুদান, উন্নত গবেষণাগার এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সীমাবদ্ধতা বাংলাদেশের অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি সূচককে প্রভাবিত করছে। ফলে গবেষণা প্রকাশনার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও উদ্ধৃতির হার কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পৌঁছাতে পারছে না। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি তুলনামূলকভাবে কম হওয়ার পেছনে একাধিক কাঠামোগত, আর্থিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক কারণ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো গবেষণা অর্থায়নের সীমাবদ্ধতা। উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষণা পরিচালনা, তথ্য সংগ্রহ, গবেষণা সহকারী

নিয়োগ, ল্যাবরেটরি উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক প্রকাশনার জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা তহবিল সীমিত হওয়ায় গবেষকদের অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও সীমিত সম্পদের ওপর নির্ভর করতে হয়।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো উচ্চমানের আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশনার ব্যয়। বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অনেক কিউ ১, কিউ ২, কিউ ৩ এবং কিউ ৪ সূচকিত ওপেন-অ্যাক্সেস জার্নালে (বিশেষত স্কোপাস বা ওয়েব অব সাইন্স-এ অন্তর্ভুক্ত) প্রকাশনার জন্য আর্টিকেল প্রসেসিং চার্জ (এপিসি) বা প্রকাশনা ফি প্রদান করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই ফি ১ হাজার থেকে ৫

হাজার মার্কনি ডলার বা তারও বশেি হতে পার। বাংলাদশেরে অধকিাংশ শকি্ষক, গবষেক বা ¯œাতকোত্তর শকি্ষার্থীর ব্যক্তগিত পক্ষে এ ধরনরে ব্যয় বহন করা অত্যন্ত কঠনি। বশি্ববদ্যিালয় বা গবষেণা প্রকল্প থকেে পর্যাপ্ত অর্থায়ন না থাকলে অনকে মানসম্পন্ন গবষেণা আন্তর্জাতকিভাবে দৃশ্যমান জার্নালে প্রকাশরে সুযোগ হারায়। ফলস্বরূপ গবষেণাগুলো কম প্রচার পায় এবং উদ্ধৃতরি সম্ভাবনাও হ্রাস পায়।

এছাড়া আন্তর্জাতকি গবষেণা সহযোগতিার সীমাবদ্ধতা, উন্নত গবষেণাগাররে অভাব, গবষেণার জন্য পর্যাপ্ত সময়রে সংকট এবং অতরিক্তি পাঠদান ও প্রশাসনকি দায়ত্বিও গুরুত্বপূর্ণ প্রতবিন্ধকতা। অনকে শকি্ষককে সপ্তাহে একাধকি কোর্স পরচিালনার পাশাপাশি প্রশাসনকি কাজও করতে হয়, ফলে দীর্ঘময়োদি ও উচ্চপ্রভাবসম্পন্ন গবষেণার জন্য পর্যাপ্ত সময় অবশষ্টি থাকে না।

অন্যদকিে গবষেণার মান, গবষেণা বষিয় নর্িবাচন এবং আন্তর্জাতকি গবষেণা নটেওয়ার্কে অংশগ্রহণরে ক্ষত্রেও সীমাবদ্ধতা রয়ছে। বর্তমান বশৈ্বকি গবষেণা পরবিশে শুধু গবষেণা প্রকাশ করাই যথষ্টে নয়; গবষেণাকে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হয় যাতে তা আন্তর্জাতকি গবষেক সমাজরে কাছে প্রাসঙ্গকি ও ব্যবহারযোগ্য হয়। এই সক্ষমতার ঘাটতওি বাংলাদশেরে বশি্ববদ্যিালয়গুলোর অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি সূচককে প্রত্যাশতি পর্যায়ে পৌঁছাতে বাধাগ্রস্ত করছ।

অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি কম হওয়া শুধু একটি র্যাংকংি সমস্যা নয়; বরং এটি বশি্ববদ্যিালয়রে সামগ্রকি গবষেণা সক্ষমতার ওপরও প্রভাব ফলে। প্রথমত, আন্তর্জাতকি র্যাংকংিয়ে বশি্ববদ্যিালয়রে অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়। কউিএস র্যাংকংিয়ে অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হওয়ায় এই ক্ষত্রেে দুর্বলতা সামগ্রকি অবস্থানকে নতেবিাচকভাবে প্রভাবতি কর। দ্বতিীয়ত, আন্তর্জাতকি গবষেণা সহযোগতিার সুযোগ কমে যায়। বদিশেি বশি্ববদ্যিালয় ও গবষেণা প্রতষ্ঠিানগুলো সাধারণত উচ্চপ্রভাবসম্পন্ন গবষেকদরে সাথে কাজ করতে আগ্রহী হয়। উদ্ধৃতি কম হলে সইে সুযোগ সীমতি হয়। তৃতীয়ত, গবষেণা অনুদান ও অর্থায়ন প্রাপ্তরি ক্ষত্রেও নতেবিাচক প্রভাব পড়। আন্তর্জাতকি সংস্থা ও দাতা প্রতষ্ঠিানগুলো প্রায়ই গবষেণার পূর্ববর্তী প্রভাব ববিচেনা করে অর্থায়ন প্রদান কর। চতুর্থত, শকি্ষার্থীদরে গবষেণা দক্ষতা উন্নয়নওে এর প্রভাব পড়। গবষেণামুখী পরবিশে দুর্বল হলে শকি্ষার্থীরাও আন্তর্জাতকি মানরে গবষেণায় সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ কম পায়।

বশি্বরে শীর্ষ বশি্ববদ্যিালয়গুলো গবষেণার প্রভাব বৃদ্ধকিে একটি কৌশলগত অগ্রাধকিার হসিবে ববিচেনা কর। তারা গবষেণা অর্থায়ন, আন্তর্জাতকি সহযোগতিা, গবষেণা সহায়ক অবকাঠামো এবং গবষেকদরে জন্য অনুকূল পরবিশে নশ্চিতি কর। ন্যাশনাল ইউনভিার্সটিি অব সঙ্গিাপুর, নানইয়াং টকেনোলোজকি্যাল ইউনভিার্সটিি এবং চীনরে শীর্ষ বশি্ববদ্যিালয়গুলো গবষেণার মান ও উদ্ধৃতি বৃদ্ধরি মাধ্যমে দ্রুত আন্তর্জাতকি র্যাংকংিয়ে উন্নতি করছে। তাদরে অভজি্ঞতা দখোয় যে গবষেণার সংখ্যা নয়, বরং গবষেণার গুণগত মান, আন্তর্জাতকি সহযোগতিা এবং বশৈ্বকি দৃশ্যমানতাই উদ্ধৃতি

বৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি। বাংলাদেশের জন্যও এই শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি সূচক উন্নয়নের জন্য বিচ্ছিন্ন বা স্বল্পমেয়াদি উদ্যোগ যথেষ্ট নয়; বরং একটি সমন্বিত, গবেষণাকেন্দ্রিক এবং দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় কৌশল গ্রহণ প্রয়োজন। বর্তমান বৈশ্বিক উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় গবেষণার প্রভাব, আন্তর্জাতিক দৃশ্যমানতা এবং উদ্ধৃতির হার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক মর্যাদা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে গবেষণা প্রকাশনার সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি গবেষণার গুণগত মান এবং আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করাও সমানভাবে জরুরি। এক্ষেত্রে প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন গবেষণা জার্নালের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। বাংলাদেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও নিজস্ব আন্তর্জাতিক মানের জার্নালের সংখ্যা সীমিত, এবং বিদ্যমান অনেক জার্নাল আন্তর্জাতিক ডাটাবেজে সূচিকৃত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ধীরে ধীরে এমন জার্নাল প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন করতে হবে, যা স্কোপাস, ওয়েব অব সাইন্স, ডিওএজে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সূচকে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সক্ষমতা অর্জন করবে। একটি শক্তিশালী ও আন্তর্জাতিকভাবে দৃশ্যমান বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল ব্যবস্থা গবেষকদের মানসম্পন্ন গবেষণা প্রকাশে উৎসাহিত করবে এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা সম্প্রদায়ের সাথে সংযোগ বৃদ্ধি করবে।

দ্বিতীয়ত, কিউ ১, কিউ ২, কিউ ৩ এবং কিউ ৪ সূচিকৃত আন্তর্জাতিক জার্নালে গবেষণা প্রকাশের জন্য একটি জাতীয় বা প্রাতিষ্ঠানিক স্কলারশিপ ব্যবস্থা চালু করা অত্যন্ত জরুরি। বর্তমানে অনেক উচ্চমানের ওপেন-অ্যাক্সেস জার্নালে প্রকাশনার জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আর্টিকেল প্রসেসিং চার্জ প্রদান করতে হয়, যা বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষক, গবেষক এবং গবেষণার্থী শিক্ষার্থীর জন্য বহন করা কঠিন। ফলে অনেক মানসম্পন্ন গবেষণা আন্তর্জাতিকভাবে দৃশ্যমান জার্নালে প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ হারায়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যৌথভাবে “পাবলিকেশন স্কলারশিপ ফান্ড” বা “রিসার্চ পাবলিকেশন গ্র্যান্ট” চালু করতে পারে, যার মাধ্যমে কিউ ১- কিউ ৪ জার্নালে প্রকাশনার ফি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বহন করা হবে। বিশেষ করে তরুণ শিক্ষক, পিএইচডি গবেষক এবং ¯œাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের জন্য এ ধরনের সহায়তা গবেষণা উৎপাদন ও উদ্ধৃতি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক গবেষণা সহযোগিতা সম্প্রসারণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। বৈশ্বিকভাবে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক যৌথ গবেষণা সাধারণত বেশি উদ্ধৃত হয় এবং দ্রুত গবেষণা দৃশ্যমানতা অর্জন করে। তাই বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা কেন্দ্র এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা নেটওয়ার্কের সাথে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। একইসাথে শিক্ষক ও গবেষকদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন, কর্মশালা এবং গবেষণা বিনিময় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়াতে হবে।

চতুর্থত, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা মূল্যায়নের সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনা দরকার। শুধু পদোন্নতি

বা প্রশাসনকি প্রয়োজনরে জন্য গবষেণা প্রকাশ নয়, বরং উচ্চপ্রভাবসম্পন্ন গবষেণা উৎপাদনকে উৎসাহতি করতে হবে। কউি ১ এবং কউি ২ জার্নালে প্রকাশনার জন্য বশিষে প্রণোদনা, গবষেণা পুরস্কার এবং অতরিক্তি গবষেণা অনুদান প্রদান করা যতেে পার। পাশাপাশি গবষেকদরে জন্য গবষেণা পদ্ধতি, একাডমেকি লখোলখেি, গবষেণা তথ্য বশি্লষেণ এবং আন্তর্জাতকি প্রকাশনা কৌশল বষিয়ক নয়িমতি প্রশক্ষিণ আয়োজন করা প্রয়োজন।

সর্বোপরি, অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি উন্নয়নরে জন্য বাংলাদশেকে "প্রকাশনার সংখ্যা বৃদ্ধি" থকেে "প্রভাবশালী গবষেণা বৃদ্ধি"-এর দকিে অগ্রসর হতে হব। আন্তর্জাতকি মানসম্পন্ন বশি্ববদ্যিালয় জার্নাল প্রতষ্ঠিা, কউি ১- কউি ৪ প্রকাশনা স্কলারশপি চালু, গবষেণা অর্থায়ন বৃদ্ধি এবং বশৈ্বকি গবষেণা সহযোগতিা সম্প্রসারণরে মাধ্যমে বাংলাদশেরে বশি্ববদ্যিালয়গুলো ভবষি্যতে কউিএস সূচকরে এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষত্রেে উল্লখেযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হব।

বসেরকারি বশি্ববদ্যিালয়গুলো গবষেণার ক্ষত্রেে আরও সক্রয়ি ভূমকিা পালন করতে পার। তাদরে উচতি পূর্ণকালীন গবষেণামুখী শক্ষিক নয়িোগ বৃদ্ধি করা এবং গবষেণার জন্য নর্দিষ্টি তহবলি গঠন করা। আন্তর্জাতকি বশি্ববদ্যিালয়রে সাথে যৌথ গবষেণা ও শক্ষিক বনিমিয় কর্মসূচি গবষেণার মান বৃদ্ধতিে সহায়ক হতে পার। শুধুমাত্র পাঠদাননর্ভির মডলে থকেে বরেয়িে এসে গবষেণাকন্দ্রকি একাডমেকি সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারলে বসেরকারি বশি্ববদ্যিালয়গুলোও আন্তর্জাতকি র‍্যাংকংিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হব।

সরকারি বশি্ববদ্যিালয়গুলোতে গবষেণার সম্ভাবনা বশেি থাকলওে শক্ষিক সংকট, প্রশাসনকি চাপ এবং সীমতি গবষেণা অর্থায়ন বড় চ্যালঞ্জে হসিবেে বদি্যমান। অনকে শক্ষিককে একইসাথে পাঠদান, প্রশাসন এবং গবষেণা পরচিালনা করতে হয়। ফলে গবষেণার জন্য পর্যাপ্ত সময় ও মনোযোগ দওেয়া কঠনি হয়ে পড়ে। গবষেণার মান উন্নয়নরে জন্য গবষেণা সহায়ক অবকাঠামো, আন্তর্জাতকি সহযোগতিা এবং গবষেণা অনুদান বৃদ্ধি অপরহিার্য। একইসাথে প্রশাসনকি দায়ত্বি কময়িে গবষেণায় অধকি মনোযোগ দওেয়ার সুযোগ তরৈি করতে হব।

বাংলাদশেরে উচ্চশক্ষিা খাতে গবষেণার ভত্তিি ধীরে ধীরে শক্তশিালী হচ্ছ। তরুণ গবষেকদরে সংখ্যা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতকি প্রকাশনা বৃদ্ধি এবং গবষেণার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধরি ফলে ভবষি্যতে অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি সূচকে উন্নতরি সম্ভাবনা রয়ছে। যদি গবষেণা বনিয়িোগ, আন্তর্জাতকি সহযোগতিা এবং গবষেণা অবকাঠামো উন্নয়নে ধারাবাহকি পদক্ষপে নওেয়া যায়, তাহলে বাংলাদশেরে বশি্ববদ্যিালয়গুলো আন্তর্জাতকি র‍্যাংকংিয়ে আরও ভালো অবস্থান অর্জন করতে সক্ষম হব।

কউিএস র‍্যাংকংিয়রে অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি সূচক মূলত একটি বশি্ববদ্যিালয়রে গবষেণার প্রকৃত প্রভাব, আন্তর্জাতকি গ্রহণযোগ্যতা এবং বশৈ্বকি জ্ঞানভা-ারে অবদানরে মাত্রা পরমিাপ কর। বাংলাদশেরে

উচ্চশিক্ষা খাত গত এক দশকে গবেষণা প্রকাশনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করলেও আন্তর্জাতিকভাবে উচ্চ উদ্ধৃতিপ্রাপ্ত গবেষণা উৎপাদনের ক্ষেত্রে এখনও কাঙ্ক্ষিত অবস্থানে পৌঁছাতে পারেনি। এই বাস্তবতায় শুধুমাত্র গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা বৃদ্ধি করাই যথেষ্ট নয়; বরং এমন গবেষণা উৎপাদন করতে হবে যা আন্তর্জাতিক গবেষক সমাজে ব্যবহৃত, আলোচিত এবং উদ্ধৃত হবে। এই প্রেক্ষাপটে একটি বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন-উচ্চমানের গবেষণা প্রকাশের অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা। বর্তমানে কিউ ১, কিউ ২, কিউ ৩ এবং কিউ ৪ সূচিকৃত আন্তর্জাতিক ওপেন-অ্যাক্সেস জার্নালগুলোতে প্রকাশনার জন্য যে পরিমাণ আর্টিকেল প্রসেসিং চার্জ প্রদান করতে হয়, তা বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষক, গবেষক এবং গবেষণার্থী শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সামর্থ্যের বাইরে। অনেক ক্ষেত্রে একটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশের ব্যয় একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের কয়েক মাসের বেতনের সমতুল্য হতে পারে। ফলে বহু মানসম্পন্ন গবেষণা আন্তর্জাতিক দৃশ্যমানতা অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, যা শেষে পর্যন্ত দেশের অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি সূচকেও নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। তাই গবেষণা প্রকাশনা ব্যয়কে ব্যক্তিগত দায় হিসেবে না দেখে প্রাতিষ্ঠানিক ও জাতীয় বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। একইসাথে বাংলাদেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জার্নাল প্রকাশনার সক্ষমতা গড়ে তোলা। বর্তমানে দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা পরিচালনা করলেও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত, নিয়মিত প্রকাশিত এবং স্কোপাস বা ওয়েব অব সাইন্স-এ সূচিকৃত নিজস্ব জার্নালের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। অথচ বিশ্বের গবেষণানির্ভর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের নিজস্ব শক্তিশালী জার্নাল ব্যবস্থার মাধ্যমে বৈশ্বিক গবেষণা নেটওয়ার্কে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি করছে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি ধাপে ধাপে আন্তর্জাতিক সম্পাদকম-লী, কঠোর পিয়ার-রিভিউ ব্যবস্থা, ডিজিটাল প্রকাশনা অবকাঠামো এবং আন্তর্জাতিক সূচিকরণ অর্জন করতে পারে, তাহলে দেশীয় গবেষণার বৈশ্বিক দৃশ্যমানতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

এছাড়া জাতীয় পর্যায়ে কিউ ১- কিউ ৪ জার্নালে প্রকাশনার জন্য একটি স্থায়ী “পাবলিকেশন স্কলারশিপ” বা “ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল পাবলিকেশন ফান্ড” গঠন সময়ের দাবি। যেমন মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা বৃত্তি দেওয়া হয়, তেমনি গবেষণা প্রকাশনাকেও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গবেষণা ফাউন্ডেশন এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের যৌথ অর্থায়নে যদি প্রকাশনা সহায়তা তহবিল গঠন করা যায়, তাহলে হাজারো তরুণ গবেষক আন্তর্জাতিক প্রকাশনায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। এর দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল হবে গবেষণার মানোন্নয়ন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং উদ্ধৃতির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়া। সর্বোপরি, বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে গবেষণাকে কতটা কৌশলগতভাবে জাতীয় উন্নয়নের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয় তার ওপর। গবেষণা প্রকাশনা ব্যয়ে স্কলারশিপ, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল বৃদ্ধি, গবেষণা অর্থায়ন

সম্প্রসারণ এবং বৈশ্বিক গবেষণা সহযোগিতা জোরদার করার মাধ্যমে বাংলাদেশ কেবল কিউএস র‍্যাংকিংয়ে উন্নতি করবে না; বরং একটি জ্ঞাননির্ভর, উদ্ভাবনমুখী এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতাশীল উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি সূচকের উন্নয়ন তাই কোনো একক র‍্যাংকিং লক্ষ্য নয়; এটি বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষাকে বৈশ্বিক মানে উন্নীত করার একটি অপরিহার্য পথনকশা।

© 2026 আপনার নিউজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।